বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০১৬-২০১৭)

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
www.ccie.gov.bd
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশনায়
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
জাতীয় ক্রীড়াপরিষদ ভবন (NSC Tower)
লেভেল ১৪-১৫, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.ccie.gov.bd

প্রকাশকাল
১৫ অক্টোবর ২০১৭

সার্বিক তত্বাবধানে

জনাব প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর
প্রধান নিয়ন্ত্রক (অ: দা:), আমদানি ও রপ্তানি
ও অতিরিক্ত সচিব (আইআইটি), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

পরামর্শ

জনাব নন্দন কুমার বনিক
যুগ্ম- নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন, উপ নিয়ন্ত্রক
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাকা

প্রণয়নে

জনাব মোঃ খায়রুল আলম
উপ-নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
জনাব মোঃ বোরহানউদ্দীন
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ বোরহান উদ্দীন
সহকারী নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর

সহযোগিতায়

প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের সকল শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
এবং ১৪ টি আঞ্চিলিক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমদানি নিয়ন্তণ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণরুপে বিধ্যস্ত অবস্থায় ছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী স্বাধীনতার মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রাহমান স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পন করে তিনি দেশের বিধ্যস্ত আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থা তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের উর গুরুত্বারোপ করে এর উন্নতিকল্পে তিনি মনোযোগ দেন। তার স্বপ্ন ছিল কৃষি ও শিল্প খাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর পুর্নগঠন এবং পণ্য আমদানির লাইসেন্সিং ব্যবস্থা সহজিকরণ করে ত্বরিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়ে দেশের আমদানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে বিস্তৃত। Defense of India Rules এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষের আমদা;নি ও রপ্তানি বাণিজ্যের উপর প্রথম নিয়ন্ত্রণের সূচনা করে। মূলতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হলে তদানী্নতন বৃটিশ সরকার ভারত প্রতিরক্ষা বিধি জারি করে। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সীমিত নৌ-পরিবহনের প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাথে জড়িত এবং অতি প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীকে পরিবহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা। ভারত বিভাগের পর পাকিস্থানে বৈদেশিক মুদ্রার মারাত্মক অভাব দেখা দিলে উপরোক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয় এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ জারি করা হয়। বঙ্গবন্ধু ১৯৫০ সালের আমদানি নিয়ন্ত্রণ আইনের মৌলিক কাঠামো ঠিক রেখে প্রথম সংশোধনী আনেন ১৯৭৪ সালে।

আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই পণ্য আমদানি নিয়ন্তণ সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশাবলী এন্ড বিধি বিধান প্রণীত ও জারী করা হয়ে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের পাশে সামঞ্জস্য রেখে এই সব বিধি বিধানও প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। বর্তমানে সাধারণভাবে আমদানি সংক্রান্ত বিধি ও পদ্ধতি যথা আমদানিকারকগণের শ্রেণি বিন্যাস ও নিবন্ধন, আমদানি খাতে প্রদেয় ফিস এবং আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ের আবেদনের নিস্পত্তি উপযুর্ক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত ২'টি আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ ২'টি আদেশ হচ্ছে:

(ক) The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981; এবং
(খ) The Review, Appeal and Revision Order, 1977;

অনুরুপভাবে উপরোক্ত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ তফসিল, ১৯৮৮ (Import Trade Control Schedule 1988) এর মাধ্যমে ১লা জুলাই ১৯৮৮ হতে হামোর্নাইজড পদ্ধতির অধীনে পণ্যের নতুন শ্রেণি বিন্যাস প্রবর্তিত হয়। এসব সাধারণভাবে প্রযোজ্য বিধি বিধান ছাড়াও উপরোক্ত আইনের ক্ষমতা বলে সরকার প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর আমদানি বাণিজ্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান সম্বলিত আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই আমদানি নীতিই আমদানি নীতি আদেশ হলো বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মুখ্য হাতিয়ার। আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক প্রণীত ও আদেশ হিসাবে জারিকৃত আমদানি নীতি আদেশ আইনগতভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের।

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক আমদানি বাণিজ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্য, কৃষি উপাদান, শিল্পের মেশিনারী, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ, জ্বালানী এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার একটি বৃহৎ অংশ বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমেই মিটানো হয়ে থাকে। জাতীয় বাজেটের অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে আমদানি উদ্ভূত কর ও শুল্ক দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরনের প্রধানতম আয়ের উৎস। দেশের অর্থনীতিতে আমদানি বাণিজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য অর্জন অর্থাৎ রপ্তানি আয়ের তুলনায় আমদানি ব্যয় হ্রাস করা সরকারের ঘোষিত নীতি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত সাফল্য অর্জিত হলেও সংগত কারণেই বিগত বছর সমূহে মোট আমদানি কলেবর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বৃদ্ধি পাবে। তবে এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছর সমূহে আমদানির বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী বছর সমূহে বার্ষিক আমদানির মধ্যে ভোগ্যপণ্য এবং তৈরী দ্রব্যাদির প্রাধান্য ছিল। সাম্প্রতিককালে এই প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ আমদানির হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে রপ্তানিমূখী শিল্প এবং আমদানি প্রতিকল্প শিল্পের ওপর প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ফলে এইরুপ আমদানির হার ও পরিমাণ যে আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারায় কৌশলগত পরিবর্তন ও বিন্যাস করা হয়েছে। এ সময়কালে যে দৃশ্যমান নীতি পরিবর্তন ঘটে তা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে উত্তরণ। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতকে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের শুরু করা অগ্রণী ভুমিকার ফসল বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বর্তমান কার্যক্রম বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রের সম্মান অর্জন করা।

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের রুপকল্পঃ

রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021) বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং একটি সমৃদ্ধ ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ দপ্তরের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision) :

ব্যবসা বাণিজ্য উদারীকরণ, সহজিকরণ এবং সরকারের রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

বর্তমান বিশ্বব্যাপী অনুসৃত মুক্তবাজার অর্থনীতি ও ডব্লিউটিও ফ্রেমওয়ার্কের আলোকে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি-পদ্ধতি সহজীকরনের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারন এবং দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষনসহ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১. রূপকল্প ২০২১ অর্জনে দপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা।
২. সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা।
৩. রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়ন।
৪. শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন।
৫. বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দ্যেশ্যসমূহ:

১. দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।

২. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন।

৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন।

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৬. আমদানি ও রপ্তানির ডেটাবেজ গড়ে তোলা।

৭. অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ।

আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের কার্যাবলীঃ

এ দপ্তর ইতোপুর্বে আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পাল করতো। বিশ্বায়ন ও পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহুলাংশে শিথিল ও সহজিকরণের মাধ্যমে বর্তমানে সহায়ক সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ দপ্তর দায়িত্ব পালন করছে। এ দপ্তরের বর্তমান কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- আমদানি নীতি আদেশ প্রণয়ন ও প্রকাশনায় বাণিজ্য মন্ত্রণারয়কে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান ও তার বাস্তবায়ন;
- The Importers , Exporters and Indentors (Registration) Orders, 1981এর আওতায় বাণিজ্যিক শিল্প আমদানিকারকদের অনুকূলে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (IRC), রপ্তানিকারদের অনুকূলে রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র (ERC) এবং ইন্ডেন্টরদের অনুকূলে ইন্ডেন্টিং সনদপত্র (Indenting registration Cretificate) জারিকরণ, নবায়ন ও বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য নিবন্ধন সনদপত্র স্থগিত/বাতিলকরণ;
- নিবন্ধন ও নবায়ন ফিস অঅদায় তদারকিকরণ এবং এতদসংক্রান্ত পরিসংখ্যাণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত সংসদের প্রশ্নত্তোর তৈরী সংক্রান্ত সকল কাজ;
- আমদানি পারমিট/রপ্তানি পারমিট/ক্লিয়ারেন্স পারিমিট/ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট / রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট সংক্রান্ত সকল কাজ;
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মেলা অনুষ্ঠাণের ক্ষেত্রে পারমিট জারিকরণ সংক্রান্ত সকল কাজ;
- ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল সিডিউল (আইটিসি) সংক্রান্ত কমিটির কাজ;
- এইচএস কোড নম্বর , পণ্যের শ্রেনি বিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে বিরোধসহ অন্যান্য বিষয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমদানিকারকদের উদ্ভুত সমস্যা নিস্পত্তিকরণ;
- আমদানি নীতি আদেশের বিধানসমূহ সম্পর্কে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার ব্যাখ্যা প্রদান;
- বিরাজমান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আমদানি নীতি আদেশের ধারা /উপ-ধারার সংস্কার ও পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- আমদানি নীতি আদেশের যে কোন পরিবর্তন, সংযোজন, সংশোধন সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারিকরণ এবং আমদানি নীতি আদেশের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;
- আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং তদুনুযায়ী সরকারকে অবহিতকরণ;
- বৈদেশিক সাহায্যপ্যুষ্ট প্রকল্প, বিদেশী ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহের আমদানি ও রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র জারি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক ইক্যুয়িটি শেয়ারের বিপরীতে পণ্য আমদানির জন্য পারমিট/ অনুমতিপত্র প্রদান সংক্রান্ত সকল কাজ;
- বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋনপত্রের কপি পরীক্ষকরণ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, পর্যালোচনা ও সংরক্ষণ;

- ❖ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসসমূহে/হাইকমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে ব্যক্তিগত মালামালের জন্য রপ্তানি পারমিট জারিকরণ; এবং
- ❖ আমদানি ব্যয় এবং রাজস্ব আয়ের পরিসংখ্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি।

আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের সংগঠনিক কাঠামো বিন্যাস ও পরিসংখ্যাণঃ

আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সৃস্টির পর দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুসারে মোট জনবল ২৭৫ জন। মোট জনবলের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত আছেন ৯৪ জন। বর্তমানে ১৮১ টি পদ শূণ্য রয়েছে। আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরে বর্তমানে বিগত যে কোন সময়ের তুলনায় সার্বিক কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় জনবল বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে জনবলের সীমাবদ্ধতা নিয়েই দপ্তরের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এ দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে বর্তমানে পদের বিন্যাস ও বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরুপঃ

অনুমোদিত পদ, বিদ্যমান ও শূন্য পদের বিবরণঃ

পদের নাম	গ্রেড	অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পদের সংখ্যা	বর্তমানে নিয়জিত মোট কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
প্রধান নিয়ন্ত্রক	২	১	১	০
নিয়ন্ত্রক	৪	৩	১	২
যগ্ম-নিয়ন্ত্রক	৫	২	১	১
উপ-নিয়ন্ত্রক	৬	৫	৩	২
সহকারী নিয়ন্ত্রক	৯	১১	৭	৪
নির্বাহী অফিসার	১০	৪২	২১	২১
সাঁট-লিপিকার কাম-কম্পিউটার	১৩	৬	১	৫
সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার	১৪	৫	৩	২
উচ্চমান সহকারী	১৪	৪৯	২৯	২০
গাড়ী চালক	১৫	৩	২	১
অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার	১৬	৫৭	৮	৪৯
অফিস সহায়ক (প্রাক্তন দপ্তরী)	১৯	৬	০	৬
অফিস সহায়ক (প্রাক্তন এমএলএসএস)	২০	৮৪	১৭	৬৭
অফিস সহায়ক (প্রাক্তন দারোয়ান)	২০	১	০	১
সর্বমোট		২৭৫	৯৪	১৮১

বিদ্যমান পদের শ্রেনি অনুসারে পদের বিন্যাসঃ

বর্তমানে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় শ্রেণি অনুসারে পদের বিন্যাস নিম্নরুপঃ-

শ্রেণী	গ্রেড	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	২	৩	৪
* শ্রেণী-১ (ক্যাডার + নন-ক্যাডার)	গ্রেড-০১-০৯ এবং অন্যান্য	প্রধান নিয়ন্ত্রক	১
		নিয়ন্ত্রক	৩
		যগ্ম-নিয়ন্ত্রক	২
		উপ-নিয়ন্ত্রক	৫
		সহকারী নিয়ন্ত্রক	১১
* শ্রেণী-২	গ্রেড-১০ এবং অন্যান্য	নির্বাহী অফিসার	৪২

* শ্রেণী-৩	গ্রেড-১১-১৬ এবং অন্যান্য	সাঁট-লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর (পিএ)	১
		সাঁট-লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৫
		সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৫
		উচ্চমান সহকারী	৪৯
		অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৫৭
		ড্রাইভার	৩
		অফিস সহায়ক (দপ্তরী)	৬
* শ্রেণী-৪	গ্রেড-১৭-২০ এবং অন্যান্য	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)	৮৪
		অফিস সহায়ক (দারোয়ান)	১
		সর্বমোট=	২৭৫

আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরের অর্গানোগ্রাম

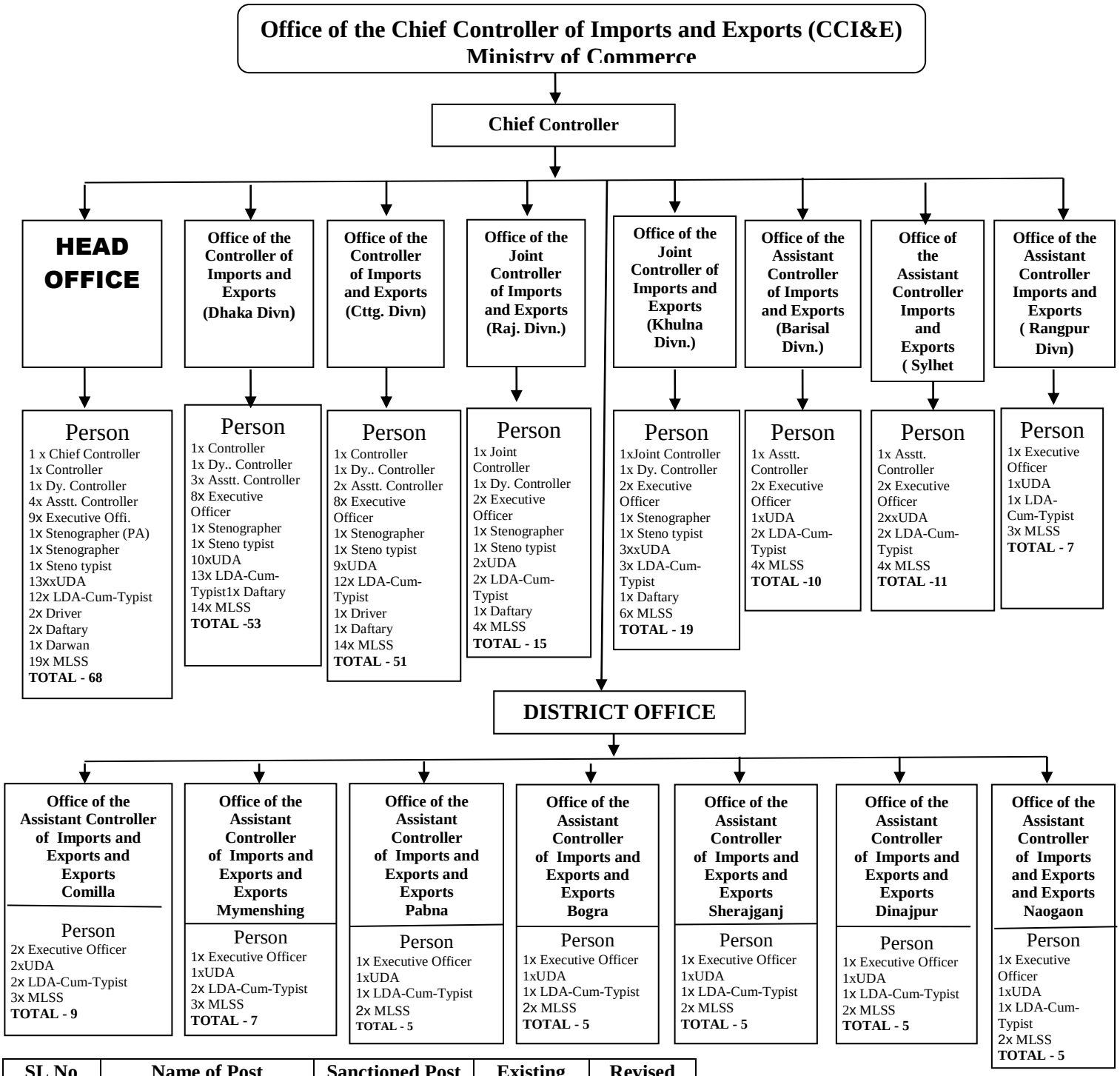

SL No	Name of Post	Sanctioned Post	Existing	Revised
1	Chief Controller	1	1	1
2	Controller	3	3	3
3	Joint Controller	2	2	2
4	Deputy Controller	5	5	5
5	Assistant Controller	23	11	11
6	Executive Offi	42	42	42
7	Class 111	126	126	126
8	Class 1V	85	85	85
	Total	287	275	275

Authorization of Transports , Major Equipment and Other Miscellaneous Points are Shown in Another Page-2

AUTHORIZATION OF TRANSPORTS MAJOR OFFICE EQUIPMENT AND MISCELANEOUS POINTS ARE

1. Transport: This Department is to Retained:

- 1x Jeep for the official use of the Chief Controller
- Ix Microbus for use of the official duties of the officers of Head Office and inspection of other officers of Head office and Regional office, Dhaka.
- 3 x Car containing as follows:
- Ix car for the official use of the Controller and senior officers of Regional office, Dhaka.
- Ix car for the official use of the Controller and senior officials of Head Office.
- Ix car for official use by the controller, Chittagong Regional office.

2. Use and Authorization of Transport will be as per Government Orders issued from time to time.

3. Major office equipment: This Department is to retained:

A.

(i) 5 X Duplicating Machine-one each at Headquarter and the Divisional offices Remaining 3 to be handed over to the Central Stationary office
(ii) 12 X Calculating machine
(iii) 37 X Typewriter instead of 39

B.

(i) 2XComputer
(ii) 1 X Printer
(iii) 2 XUPS

C.

(i) 1 X Laptop
(ii) 18 X computer
(iii) 5 X Photocopy machine

D.

(I) 65 X Computer
(ii) 12 X Printer
(iii) 21 X Scanner
(iv) 66 x UPS

This inclusion is made with the concurrence of Ministry of Public Administration, Finance Division and Ministry of Commerce vide their letter no. নং-সম/সওব্য/টিম-৬(২) স-৮৩/৮৯-১৩০ তাং-২৯/০৪/৩০, নং-০৪/০১/২০০৯ এবং নতুন সংযোজন *নং-২৬.০০.০০০০.০৮৮.২৮০০৫.১১/২৬৮, ০৪ জানুয়ারি ২০১৭ (১ টি জীপ ও ১ টি মাইক্রোবাস ও * ২৬.০০.০০০০.০৮৮.২৮.০০৫.১১/২৫৭ তারিখ ১৯ নভেম্বর ২০১৬ (কম্বিপউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি) Respectively.